ঐতিহ্যবাহী সোনাকান্দা দারুল
হুদা দরবার শরীফের রাহ্‌বার
রাহনুমায়ে শরীয়ত ওয়াত্‌ তরীকত
আল্‌হাজ্ব শাহসূফী হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান

পীর ছাহেব কেবলার

বয়ান ও নসীহত

পবিত্র খাচ্ছুল খাওয়াছ মাহফিল
২০১৪ ইং
সোনাকান্দা, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الحمد لله نحمده و نصلي على رسوله الكريم - اما بعد

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদের কে পবিত্র খাচ্ছুল খাওয়াছ মাহফিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফে উপস্থিত করেছেন। অসংখ্য অগণিত দরূদ ও সালাম রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবী-রাসূলগণের সম্রাট, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যিনি পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তাঁর পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনসহ যুগে যুগে এ ধর্মকে প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্য এক মোবারক কাফেলা অদ্যাবদি আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন।

পেয়ারে হাজেরীন!

আমরা দীর্ঘ এক বছর পর আবারো আমাদের প্রিয় খাচ্ছুল খাওয়াছ মাহফিল ২০১৪ ঈসায়ী বছরে আমাদের সকলকে সহীহ্-সালামতে সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফে হাজির করেছেন সেজন্য সবাই প্রাণভরে শোকর আদায় করছি সবাই পড়ছি আল-হামদুলিল্লাহ। আপনারা জানেন, এই মাহফিল আমার দাদা মুরশিদ কিবলা বাংলা ও আসামের কুতুব, পীরে কামেল, রাহনুমায়ে শরীয়ত ওয়াত তরীকত হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান হানাফী (রহ:) আজ থেকে প্রায় দীর্ঘ ৭০ বছর পূর্বে কায়েম করেছেন। আপনারা জানেন, আমার দাদা মুরশিদ কিবলা দীর্ঘ সাত বছর যাবত আরব আজম সফর করে কঠোর রিয়াযত, মুরাকাবা, মোশাহাদার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অবলম্বন করেছেন। তিনি অসংখ্য নবী-রাসূল, অলি-আউলিয়ায়ে কেরামদের মাজার যিয়ারত ও বিভিন্ন পাহাড় পর্বতে ধ্যান-সাধনা করে মারেফতের অতল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহ তায়ালার মারেফত হাসিল করেছেন। তিনি এত বেশী রিয়াযত করেছেন যে, প্রায় রাত ইশার নামাযের অযু দিয়ে ফজর নামায পড়েছেন। নিজের আত্মাকে এমনভাবে দমন করেছেন যে, সাত দিনে তিনি একটি রুটি খেয়েছেন। সাত দিন পরেও ঐ রুটির কিছু অংশ বাকী থাকত। তিনি মক্কা-মদিনা সফর কালে বাইতুল্লার গিলাফ ধরে সারারাত আল্লাহ তায়ালার দরবারে

কান্নাকাটি করতেন। মাঝে মধ্যে তিনি বাইতুল্লাহর গিলাফের ভেতর মাথা প্রবেশ করিয়ে সারারাত দোয়ারত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ তায়ালা! তুমি আমার সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবারকে কবুল কর। যাঁরা এ দরবারে তোমাকে পাওয়ার আশায় পা রাখবে তাদেরকে তুমি তোমার অলী বা বন্ধু বানিয়ে নিও। যদি কেহ কোন মাকসুদ নিয়ে এ দরবারে আসে তার মাকসুদ কবুল করে নিও। এভাবে তিনি দীর্ঘ সাত বছর আরব আজম সফর করে বেলায়েতের উচ্চ মাকাম হাছিল করেন। তিনি বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর খলীফার নিকট বাগদাদে থাকার সংকল্প করলেন। কিন্তু তারপীর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর খলীফা শারফুদ্দীন আল-কাদেরী (রা.) তাকে খেলাফত দিয়ে বললেন, হে আব্দুর রহমান! তুমি বাংলা-আসামে চলে যাও, তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বাংলা-আসামের লাখো লাখো দ্বীন হারা, আত্মভোলা মানুষ সঠিক পথের দীশা পাবে। ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তরীকতের ছায়াতলে এসে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। তিনি তাঁর পীরের নির্দেশে নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশে চলে আসেন। তিনি সোনাকান্দা গ্রামে এসে এই দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভাবলেন, আমি যেভাবে আরব আজম সফর করে, নবী-রাসূল ওলী-আউলিয়াদের মাজার যিয়ারত ও বিভিন্ন পীর মাশায়েখদের ফায়েজ তাওয়াজুহ গ্রহণ করতে তাওফীক পেয়েছি ও পাহাড় পর্বতে অবস্থান করে ধ্যান-সাধনা, মুরাকাবা-মোশাহাদা করার সুযোগ পেয়েছি আমার মুরিদ সালেকীনগণ হয়তবা এ ধরনের সুযোগ সকলের জন্য নাও হতে পারে। সেজন্য তিনি সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফে সাত দিনের জন্য বিশেষ (খাছ) মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রায় সময় বলতেন, আমি পাহাড়ে-জঙ্গলে ধ্যান-সাধনা করে আল্লাহ তায়ালার মারেফত পাওয়ার তাওফীক পেয়েছি। কিন্তু আমার মুরীদ-মুহেব্বীন এ সুযোগ সকলের ভাগ্যে নাও হতে পারে। তাই এ দরবারকে আমি সাত দিনের জন্য জঙ্গল ঘোষনা করলাম। আপনারা বছর গণনা করেন ৩৬৫ দিনে, আর আমার মুরীদ-মুহিব্বীনের বছর হল ৩৫৮ দিনে। বাকী সাত দিন আপনারা থাকবেন একটি এমন জগতে যেখানে বাড়ী-ঘর, ছেলে-মেয়ে, ধন সম্পত্তি তথা দুনিয়ার কোনো কিছুর খবর থাকবে না। মোটকথা জঙ্গলে থাকলে যেরূপ দুনিয়ার কোন কথা মনে থাকে না তদ্রুপ আপনারাও বছরে সাত দিন এ জঙ্গলে এসে কঠোর রিয়াযত, মুরাকাবা মোশাহাদা করে ওলী আল্লাহ হবেন। এ মাহফিল সেই মাহফিল। আমার দাদা

মুরশিদ কেবলা বলতেন, যারা এ মাহফিলে এসে মাহফিলের নিয়ম অনুযায়ী সাত দিন অবস্থান করে তাদের নাম অলি আল্লাহদের নামের তালিকায় উঠে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মুয়াযযাজ হাজেরীন !

ইলমে তাসাওউফ মুলত ইসলামী শরীয়তের অংশ বিশেষ। কেননা ইসলাম তিন জিনিসের নাম, ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের নাম। যেমন হাদীসে জিব্রাঈলে এসেছে, একদা একলোক নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর হাটু মোবারকের সাথে হাঁটু রেখে ও নবীজীর উরু মোবারকের উপর তাঁর হাত রেখে প্রশ্ন করল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ইসলাম কি? নবীজী এর জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন। অত:পর প্রশ্ন করলেন, ঈমান কি? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন। অত:পর তিনি ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইহসান হল এমনভাবে ইবাদত কর যাতে তুমি আল্লাহকে দেখ। যদি আল্লাহকে দেখতে না পাও তাহলে একথা মনে করবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দেখছে। উক্ত হাদীসে ইহসান বলতে ইখলাছকে বুঝানো হয়েছে। আর ইলমে তরীকত বা ইলমে মারেফতের মূল ভিত্তিই হল এই ইখলাছ। লোকটি যখন ঐ মজলিস থেকে চলে গেলেন। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

يا عمر اتدرى من هو قال الله ورسوله اعلم - فقال انه
جبرئيل اتاكم ليعلمكم دينكم -

অর্থাৎ, হে উমর! তুমি কি তাকে চিন যিনি তোমাদের নিকট এসেছে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক ভাল জানেন। অত:পর নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তিনি হলেন জিব্রাঈল (আ.)! তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন শিখানোর জন্য।

পেয়ারে হাজেরীন!

উক্ত হাদীসে দ্বীন বলতে তিনটি বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। ঈমান, ইসলাম, ইহসান। আর তৃতীয় বিষয়টি ইহসান বলতে ইখলাছ তথা ইলমে তরীকতের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। আবার পবিত্র কুরআনুল কারীমে বহু আয়াতে কারীমায় বার বার আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়াতুন নাফস্ এর কথা এসেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- قد افلح من تزكى –

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে- قد افلح من زكها –

অর্থাৎ যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে যে সফল হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা বহু আয়াতে আত্মশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

বর্তমানে কিছু লোক তরীকত ও তাসাওউফকে অস্বীকার করে চলেছে। তারা বলেন এ তরীকত ও তাসাওউফ নবীজীর যুগে ছিল না। এগুলো দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় বা বিদআত। তারা বলে থাকেন, পবিত্র কোরআন-হাদীস পড়েছি কোথাও **পীর** শব্দটি খুঁজে পাইনি। তারা এজাতীয় কথা বলে আজ এদেশে চরম ফেৎনা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সরলমনা মুসলমানদেরকে একথা বলে বিভ্রান্ত করছে। আচ্ছা বলুনতো, পবিত্র কুরআন ও হাদীস কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে? অবশ্যই আরবি ভাষায়। আপনারা কি নামায, রোযা, বেহেস্ত, দোযখ শব্দগুলো পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কোথাও খোঁজে পাবেন? অবশ্যই পাবেন না। কেননা নামায, রোযা ইত্যাদি শব্দগুলো ফার্সি ভাষার। আর এ ফার্সি শব্দ, আরবি ভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোথাও খোঁজে পাবেন না। বরং এ শব্দ গুলোর আরবি শব্দ নামায সালাত নামে, রোযা সিয়াম নামে, বেহেস্ত জান্নাত নামে, দোযখ জাহানাম নামে পবিত্র কুরআনে এসেছে। তদ্রুপ পীর শব্দটি ফার্সি শব্দ। তা আপনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ শব্দে পাবেন না। বরং পীর শব্দের আরবি শব্দ শায়েখ, ওলী, মুর্শিদ, সাদেকীন, ছালেহীন ইত্যাদি শব্দে পাবেন। সুতরাং পীরের কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আছে। তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। যারা অস্বীকার করে তারা হয়তঃ অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা প্রতিহিংসা বশত করে থাকেন। সুতরাং পীরকে ধরা পীরের আনুগত্য করা ও তার কথা মাফিক চলা মুলতঃ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ীই চলা।

পেয়ারে হাজেরীন!

তারা মাঝে মধ্যে একথাও যুক্তি দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে যে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে বলেছেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما
كتاب الله وسنة رسوله -

অর্থাৎ "আমি তোমাদের নিকট দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটি বস্তু আকড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না।"

তারা এ হাদীস পাকের দোহাই দিয়ে বলে থাকেন যে, আপনারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে মানবেন। কেন জৈনপুর, ফুরফুরা, ছারছীনা, সোনাকান্দা, ফুলতলি, ছতরা, ধামতি দরবারে যাবেন? এ সকল দরবারে তো যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে বলা হয়নি বরং আপনাদেরকে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কাছে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

পেয়ারে হাজেরীন!

আপনারা বলুনতো, যদি কেহ পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীস শরীফের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীস শরীফ কি তাকে কোন পথ দেখিয়ে দিবে? বরং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যিনি সঠিক জ্ঞানে জ্ঞানী, যার উভয়ের উপর সহীহ জ্ঞান রয়েছে তার নিকট গেলে তিনি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান তাকে দেখিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবেন। সুতরাং ফুরফুরা জৈনপুর, ছারছীনা, সোনাকান্দা, ফুলতলি, ছতরা, ধামতি, দারুল আমান, বানিয়া পাড়া দরবারে যাওয়া মানে সেখানকার উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজামদের শরনাপন্ন হয়ে তাদের নিকট থেকে কুরআন হাদীসের সঠিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শরীয়ত ও তরীকতের উপর চলার যোগ্যতা গ্রহণ করা। অতএব তাদের এ জাতীয় কথা মূলত: খারাপ মতলবে বলে থাকেন যাতে তারা সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তারা যুক্তির মাধ্যমে মানুষদেরকে ধোকা দেন। তাদের পূর্বসূরী দল পথভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায় (ইদানিং তারা সালাফী, মোহাম্মদী, লা মাজহাবী, আহলে হাদিস নামে পরিচিত) যারা হয়রত আলী (রা.) এর খেলাফত থেকে মানুষদেরকে দূরে সরানোর জন্য বলত-

ان الحكم الا لله -

অর্থাৎ, "হুকুম হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার"। অতএব তোমরা কেন আলী (রা.) এর হুকুম মানবে? হুকুম মানতে হবে একমাত্র আল্লাহর।" এভাবে এ আয়াত দিয়ে মানুষদেরকে ধোকা দিত। তারা হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর মাঝে খেলাফত সংক্রান্ত দন্দ্বের সমাধানের জন্য কোন মানুষের সালিশ মানতে রাজি ছিল না। তারা বলতো হুকুম হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এখানে আমরা হযরত আলী (রা.) এর হুকুম মানব কেন? এ জাতীয় কথা তারা বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য বলে থাকতো। যখন তাদের কথা হযরত আলী (রা.) এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি বলে উঠলেন-

كلمة حق اريد بها الباطل -

তাদের কথাতো ঠিক। কেননা ইহাতো কুরআন শরীফেরই আয়াত। কিন্তু তারা এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা না বলে বিভ্রান্ত করার জন্য বাতিল উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকেন। এ জাতীয় লোক এখনও রয়েছে তাদের থেকে আপনারা সতর্ক ও সাবধান থাকবেন।

পেয়ারে হাজেরীন!

আজকে এ দরবারে আসা যাওয়া করছেন আপনাদের ঈমান ও আমল সহীহ করার জন্য। এখান থেকে আপনারা সঠিক দিক নির্দেশনা নিচ্ছেন। আপনারা বলুনতো! দাদা হুজুর (রহঃ) শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু তাঁর জীবদ্দশায় করেছেন? সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফ যে হক বা সহীহ তাতে আপনাদের সন্দেহ আছে? সকলে এক আওয়াজে সমস্বরে বললেন, কোন সন্দেই নাই। আমার দাদা মুর্শিদ কেবলা ও আমার ওয়ালেদ ছাহেব হাদিয়ে জামান শাহ ছুফী মাওলানা আবু বকর মোহাম্মদ শামছুল হুদা (রহঃ) উভয়ে শরীয়তের একটি উঁচু মানের মারকায কায়েম করে গিয়েছেন। এখানে সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল মাদ্‌রাসা ১৯৪০ ঈসায়ী সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাতে হাক্কানী আলেম উলামা, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, আদিবগণ এখানে ইলমে শরীয়তের ধারক বাহক হবেন। এখানে যেন কোন প্রকার ভন্ড-বেশরা, বেদআত, কুফর শিরক প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য তারাই এর পাহারাদার হবেন। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে যুগে যুগে এখানে দেশ বরেণ্য উঁচু মানের বজুর্গ উলামায়ে কেরাম এ মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস,

মুফাস্‌সির, মুফতী, আদিব পদে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। তাদের নিখোঁদ তত্ত্বাবধানে এ দরবার পরিচালিত হতে থাকায় এখানে কোন প্রকার ভন্ড-বেশরা, বেদআত, কুফর, শিরক অদ্যাবদি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারেনি। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত যেন এ দরবার সুন্নাহ তরীকা অনুযায়ী দায়েম ও কায়েম থাকে সকলেই বলেন আমীন।

পেয়ারে হাজেরীন!

বর্তমানে আমাদের দেশে নতুন নতুন ফেরকার আবির্ভাব হচ্ছে, হঠাৎ করে গজে উঠছে নতুন নতুন দল, নতুন নতুন সংগঠন। তারা আপনাদেরকে ও আপনাদের সন্তানদেরকে টার্গেট করে বিভ্রান্ত করার জন্য আমরন চেষ্টা-তদবীর চালাচ্ছে। তারা বিভিন্ন কৌশল ও হেকমত দিয়ে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামে জিহাদ এর অপব্যাখ্যা করে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা জেনে রাখুন, ইসলামে জিহাদ এর একটি সঠিক সুন্নত সম্মত রুপরেখা রয়েছে। জিহাদের যত ফযিলত সম্বলিত আয়াত ও হাদীস রয়েছে তা তখনই কার্যকর ও বাস্তব সম্মত হবে যখন জিহাদ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নত সম্মত রুপরেখায় সংগঠিত হয়। অন্যথায় তা হয়ে যাবে এর উল্টা। আপনারা জানেন, পবিত্র কুরআন শরীফে নির্দেশ সূচক হুকুম বহু জায়গায় এসেছে। এর কোন হুকুম ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত, কোনটি সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ-

يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكوة واركعوا
مع الراكعين —

অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত দাও। আর রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। অত্র আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১টি হল সালাত। আর তা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র বা প্রশাসন সকলের জন্য ফরজ। দ্বিতীয়টি হল, যাকাত তা কিন্তু নির্দিষ্ট এক সম্প্রদায়ের জন্য ফরজ। অর্থাৎ যাদের নেসাব পরিমান মাল রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্যই শুধু যাকাত ফরজ। এর বাহিরে যারা রয়েছে তাদের জন্য এ হুকুম নেই। তাদেরকে এ বিধান বাস্তবায়ন না করার জন্য পাকড়াও করা হবে না। কেননা তারা এ

বিধান বাস্তবায়নের জন্য মুকাল্লাফ বা আদিষ্ট নয়। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী-

السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءً بما كسبا -

অর্থাৎ, চোর-চুরনীর তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি।

উক্ত আয়াতে চোর ও চুরনীর হাত কেটে দেওয়ার যে হুকুম দেয়া হয়েছে এ হুকুম নর-নারী সকল মুসলমানের জন্য নয়। বরং এ হুকুমের মুকাল্লাফ মূলত রাষ্ট্র প্রশাসন। তারাই এর বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট। এখন যদি আয়াতের শাব্দিক অর্থ বুঝে সকলেই চোরের হাত কাটা শুরু করে দেয় তাহলে সেখানে নেমে আসবে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা। সুতরাং আয়াতকে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করলে এর ফলে সমাজ সুরক্ষিত হবে ও শান্তিময় হবে। আর অপব্যাখ্যা করে রায় দিলে সেখানে হবে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত-

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

অর্থাৎ যেনাকারীনী ও যেনাকার কে তোমরা প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।

এখানেও যেনা করলে ১০০ (একশত) বেত্রাঘাত করার যে নির্দেশ বা হুকুম দেয়া হয়েছে তা সকল মুসলমানের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য নয়। বরং এ হুকুম মূলত রাষ্ট্র প্রশাসনকে মুকাল্লাফ বা আদিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং যে কেউ উৎসাহী হয়ে এ শাস্তি প্রয়োগ করলে সেখানে হবে বিশৃংখলা ও বিপর্যয়। তাই এ হুকুম বাস্তবায়নের জন্য যারা আদিষ্ট তারা বাস্তবায়ন করলে সেখানে কোন প্রকার হানাহানি, বিশৃঙ্খলা ঘটবে না।

এখন আপনারা দেখুন জিহাদের আয়াত সমূহ। প্রথমত আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

كتب عليكم القتال وهو كره لكم -

অর্থাৎ তোমাদের উপর কেতালকে ফরজ করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের জন্য কষ্ট কর।

অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى
الضرر والمجاهدون فى سبيل الله باموالهم و
انفسهم - فضل الله المجاهدون باموالهم وانفسهم
على القاعدين درجة - وكلا وعد الله الحسنى -

অর্থাৎ মুমিনদের মধ্যে যারা কোন অসুবিধা না থাকা সত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। .....

অত্র আয়াতে কারীমাতে মুজাহিদদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এখানে যদি আপনারা জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত সমূহ পুরোপুরি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন জিহাদ বিষয়ক হুকুমটি প্রথমত উম্মতে মুহাম্মাদীর সকলের উপর জেহাদ ফরযে কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব থেকে তা পালন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত: যদি শত্রুপক্ষ ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে তখন তা আর ফরজে কেফায়া থাকে না তখন ফরজে আইন হয়ে যায়। অতএব জিহাদ ফরজে আইন অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ। জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত থাকবে। প্রথমত: ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া, দ্বিতীয়ত: ইসলামী রাষ্ট্রের নেতার নির্দেশ থাকা, তৃতীয়ত: বেদ্বীন শত্রুপক্ষ ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমন ইত্যাদি। আমরা যদি নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন আদর্শ তালাশ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, নবীজী ১৩ বছর মক্কায় দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াতে সামান্য সংখ্যক লোক ঈমান গ্রহণ করল। কিন্তু এর মধ্যেই অজস্র শত্রু কাফের, মুশরিক নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নির্যাতন-অত্যাচার বাড়িয়ে দিল। অবশেষে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মক্কা থেকে অনতিদূর ইয়াসরেব বাসী নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উত্তম চরিত্রে বিমোহিত হয়ে তাকে তাদের ইয়াসরেবে দাওয়াত দিয়ে স্বাদরে গ্রহণ করলেন। সেখানকার সকলে তাঁকে উত্তমভাবে আশ্রয় দিলেন। মাত্র অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে নবীজী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুপম আদর্শ ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামদের উত্তম চরিত্র দেখে ইয়াসরেবের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করল। সেখানে নবীজী অল্প সময়ের মধ্যে বিনা যুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। সুতরাং নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিযরত স্থল ইয়াসরেব পরবর্তীতে মদীনা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। তবে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর মক্কার কাফের-মুশরিকদের হিংসাত্মক দৃষ্টি যখন মদীনার প্রতি পড়েছিল তখন তারা বাহির থেকে মদীনা আক্রমনের জন্য বার বার চেষ্টা চালিয়েছেন। তখনই নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার নিকট জিহাদের অনুমতি চেয়েছেন। নবীজীর নবুওয়তের ১৬ বছর অতিক্রম কালে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিহাদের অনুমতি আসল। দীর্ঘ ১৬ বছর পর্যন্ত যেসব সাহাবীর জীবনে জিহাদের হুকুম না পেয়ে ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে এ বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। কেননা তখন তো এ বিধান অবতীর্ণ হয়নি। আবার জিহাদের অনুমতি আসার পর যেখানে কাফের বেদ্বীন আক্রমনের জন্য অগ্রসর হলেন তখন ঐ স্থান বা রাষ্ট্রের সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন। বাকী অপর রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকের জন্য হবে জিহাদ ফরজে কিফায়া। আর এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমান যুদ্ধ বা জিহাদ ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং জিহাদ হল-

هو الذى استقر عليه الاجماع ان الجهاد على كل
امة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية
فاذا قام به من قام من المسلمين سقط عن
الباقين الا ان ينزل العدو بساحة الاسلام - فهو
حينئذ فرض عين -

অর্থাৎ যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্য মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, উম্মতে মুহাম্মাদী সকলের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করে তখন তা ফরযে আইন হয়ে যায়।

সহীহ বুখারী শরীফে এসেছে দুজন ব্যক্তি ইবনে উমরের নিকট এসে বলেন-

ان الناس ضيعوا وانت ابن عمر رض وصاحب
النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك ان
تخرج فقال يمنعني ان الله حرم دم اخي
فقالا الم يقل الله (وقاتلوهم حتى لا تكون
فتنة فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان
الدين لله - وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى
تكون فتنة ويكون الدين لغير الله =

অর্থাৎ মানুষেরা (অন্যায় অনাচার ও পাপে) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনে উমর (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। তাই আমাকে যুদ্ধে বেরোতে নিষেধ করছে। তারা বলল, আল্লাহ কি বলেননি "এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যাবৎ ফেতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়? তখন তিনি বললেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এমন এক উদ্দেশ্য নিয়ে যার কারণে ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা যুদ্ধ কর যেন ফেতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়। - বুখারী. হা. নং ১৬৪১

সহীহ বুখারী শরীফে অপর এক হাদীসে এসেছে, এক লোক এসে হযরত ইবনে উমর (রা.) কে বলল, কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ্ব করেন অপর বছর উমরা করেন অথচ আল্লাহর রাস্তার জিহাদ করেন না। আপনি তো জিহাদের গুরুত্ব ও প্রেরণা সম্পর্কে ভালো জানেন, তখন তিনি জবাব দিলেন, ভাতিজা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৫টি বিষয়ের উপর, তাহল, ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ্ব। .....

উক্ত হাদীসেও জলিলুল কদর সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.) লোকটিকে ইসলামে পাঁচ স্তম্বের প্রতি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। জিহাদ যখন ফরযে আইন হবে তখন তা বাস্তবায়ন করতে ইশারা করেছেন।

পেয়ারে হাজেরীন!

জিহাদের নামে বর্তমান যে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা খুবই দু:খজনক। আজকে গোটা বিশ্বে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে শেষ করে দিচ্ছে। অনেকেই বলে থাকেন, পীর মাশায়েখ জিহাদ করেন না। একথা ভুল। কারণ জিহাদের জন্য সুন্নাত সম্মত রুপরেখায় যুগ যুগ ধরে ওলী আওলিয়া, পীর-মাশায়েখগণ জিহাদ করে এসেছেন। তন্মধ্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতী, সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, সাইয়্যেদ ইসমাঈল শহীদ, শাহ জালাল, শাহ পরান, শাহ মাখদুম, শাহ শরীয়তুল্লাহ, শহীদ তিতুমীর সহ অজস্র ওলীদের উদাহরণ রয়েছে। তবে আমাদের দেশে ইসলাম বিরোধী যে কোন কার্যকলাপের মোকাবেলা করার জন্য সুন্নাত পদ্ধতিতে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فان لم يستطع
فبلسانه الخ -

অর্থাৎ "তোমাদের কেউ অন্যায় দেখলে তা প্রথমে ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি এ ক্ষমতা না থাকে তাহলে জিহ্বা বা বক্তৃতার দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি এ ক্ষমতাও না থাকে তাহলে অন্তরে ঐ বিষয়কে ঘৃনা পোষণ করবে। অন্তরে ঘৃনা পোষণ করা ইহা দুর্বল ইমানের পরিচয়।"

সুতরাং এরুপরেখা অনুযায়ী আমাদেরকে ইসলাম বিরোধী সকল কার্যকলাপের মোকাবেলা করতে হবে। আপনারা কি আমার এ আলোচনাগুলো বুঝতে পারছেন। সকলেই সমস্বরে বললেন হ্যাঁ।

পেয়ারে হাজেরীন,

সুন্নাত পদ্ধতির দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যতটুকু সম্ভব উগ্রতার মাধ্যমে তা ততটুকু সম্ভব নয়। যেমন আমাদের দেশের পীর মাশায়েখগণ উগ্রতা ছাড়াই দাওয়াতের মাধ্যমে এখানে অনেক বড় বড় হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন জৈনপুর ও ফুরফুরা সিলসিলার পীর মাশায়েখগণ তিন বাহিনীর পরনে হাফ প্যান্ট এর পরিবর্তে ফুল প্যান্ট চালু করেছেন। রেড ক্রসের পরিবর্তে রেড ক্রিসেন্ট করেছেন। রবিবার ছুটির দিনের পরিবর্তে মুসলমানের জুমার দিন শুক্রবার কে ছুটির দিন চালু করেছেন। তৎকালীন সময়ের প্রেসিডেন্ট

জনাব আইউব খানকে উপরোক্ত বিষয় গুলোর দাওয়াত ও প্রস্তাব রাখলে তিনি সহসায় তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের নির্দেশ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের আমলে তার নিকট পীর মাশায়েখ ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষনার দাওয়াত ও প্রস্তাব দিলে তা সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চুড়ান্ত করেন। এই ভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে পীর, মাশায়েখগণ বাংলার ঘরে ঘরে সত্যিকার মানুষ তৈরী করে আমাদেরকে উত্তরসুরী হিসেবে সেই ধারাবাহিকতায় দায়িত্ব পালনের দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সুতরাং আউলিয়া কেরামের সেই নীতি ও তাদের পদাংক অনুসরণ করে আমাদেরকে চলতে হবে।

পেয়ারে হাজেরীন!

আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছেলে-মেয়েদেরকে হক্কানী সেলসেলার সাথে সম্পৃক্ত করে শরীয়ত ও তরীকতের জ্ঞানে জ্ঞানী করবেন। আপনাদের সন্তানেরা যেন বাতিলের খপপরে না পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। নবীজীর সুন্নাত মত জিন্দেগী গঠন করবেন। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে সুন্নাত মোতাবেক চলবেন। অর্থাৎ নিজের চলাফেরা, উঠাবসা, ব্যবসা বাণিজ্য, লেনদেন, সংসার ধর্ম, পরিবার-পরিজন সকল ক্ষেত্রে সুন্নাত মোতাবেক চলবেন। আপনাদেরকে এখানে দরবারের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে ইজাম কর্তৃক শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর আলোচনা শুনিয়েছেন। তা মনে রাখবেন এবং জিন্দেগীতে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। এখানে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে ইস্তেঞ্জার বিবরণ, অযু-গোসলের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন তা মনে রাখবেন এবং সহীহ ভাবে পালন করবেন।

এখানে আপনাদেরকে নামাযের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে সহীহভাবে রুকু-সেজদা ক্বেরাত, দোয়া তাসবীহ কুরিপু দমন ও যিকির আযকার শিখানো হয়েছে তা মনে রেখে আমল করবেন। আপনারা হালাল উপার্জন করবেন। হালাল রুজি থেকে খাবেন। হারামের ধারে কাছেও যাবেন না। আজ ঘরে ঘরে সুদের কারবার প্রবেশ করেছে। আপনারা এন.জি.ও ও সুদ ভিত্তিক হারাম কাজ থেকে বেচে থাকবেন।

নিজেরা পর্দা করবেন। আজ পর্দার বেহাল দশা, পর্দা দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার মুরীদ, মুহিব্বীন! আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে খাছ পর্দায় রাখবেন। ঘরে টিভি রাখবেন না। বেপর্দায় নিজেও চলবেন না পরিবার ও সন্তানদেরকে চালাবেন না। ছেলে-মেয়েদের হাতে মোবাইল দিবেন না।

স্বামী স্ত্রীর অধিকার, সন্তানের অধিকার, আত্মীয় স্বজনদের অধিকার আদায় করবেন। বান্দার হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, এতিম, মিসকীন, অসহায়দের পাশে থাকবেন। সুন্নাত মাফিক সন্তানের বিবাহ শাদী করাবেন, যৌতক নিবেন না দিবেন না। সামাজিক ভাবে সকলে শান্তিপূর্ণ ভাবে মিলে মিশে থাকবেন। হিংসা, অহংকার, লোভ ছেড়ে নিজেরা চলবেন। অন্যদের কে চালাবেন।

যুবকদের মদ-জুয়া নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা থেকে সতর্ক রাখবেন। কারণ আজকে মদের কারণে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ থেকে আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে সতর্ক রাখবেন। সন্তানদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিবেন। তাদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করবেন।

পেয়ারে হাজেরীন,

হযরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রা.) মকতুবাত শরীফের প্রথম খন্ড ২৯২ পৃষ্ঠায় পীরের 'আদব'- সম্মানের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তা থেকে কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করছি। আল্লাহ্-প্রেমিক, সত্য-সাধক ও খাঁটি মুরীদদিগের ইহা পালন করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। কামেল পীরকে স্পর্শমণি তুল্য জানিতে হইবে। তাঁহাকে যথেষ্ট ভাবিয়া তাঁহার হস্তে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির মধ্যই স্বীয় মঙ্গলামঙ্গল জানিবে। নিজের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিবে, যেন পীরের ইচ্ছার বিপরীত মুরীদের কোন স্পৃহা না থাকে। আদব-সম্মান পালন করা আধ্যাত্মিক পথের অতি আবশ্যকীয় বস্তু, অন্যথায় কোনই ফল ভাল হইবে না।

১। স্বীয় পীর ব্যতীত অন্য কোন পীরের প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

২। পীর উপস্থিত থাকাকালীন তাঁহার অনুমতি ব্যতীত নফল এবাদত ও জেকেরাদিতে লিপ্ত হইবে না।

৩। পীরের সম্মুখে অন্য কাহারও প্রতি মনোযোগী হইবে না, পূর্নরূপে পীরের দিকে লক্ষ্য রাখিবে, এমনকি জেকের-এর খেয়ালও করিবে না। কিন্তু তিনি আদেশ করিলে তখনই খেয়াল করিবে।

৪। ফরজ, সুন্নত ব্যতীত তাঁহার সম্মুখে অন্য কোন প্রকার নামায পাঠ করিবে না। যদি কোন 'অজিফা' ইত্যাদি থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইয়া পাঠ করিবে।

৫। এমন স্থানে দাঁড়াইবে না যাহাতে তাহার ছায়া-পীরের উপর বা তাঁহার ছায়ার উপর পতিত হয়।

৬। পীরের জায়নামাযের উপর পা রাখিবে না।

৭। পীরের অজুর স্থানে অজু করিবে না।

৮। পীরের বিশিষ্ট কোনও ভান্ড ব্যবহার করিবে না।

৯। পীরের সম্মুখে তাঁহার বিনা এজাজতে (আদেশে) পানাহার করিবে না।

১০। পীরের সম্মুখে অন্য কাহারো সহিত কথাবার্তা বলিবে না এবং কাহারো প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

১১। পীরের অনুপস্থিতিকালে তিনি যে দিকে আছেন, সেইদিকে 'পা' লম্বা করিয়া দিবে না এবং 'থুথু' ফেলিবে না।

১২। পীর যে কার্য করিবেন তাহা দৃশ্যত: ভুল মনে হইলেও তাহাকে ঠিক বলিয়া জানিবে। কারণ তিনি যাহা করেন তাহা আল্লাহর নির্দেশে করিয়া থাকেন। তাহাতে কাহারও বলার কিছু নাই।

১৩। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে স্বীয় পীরের অনুকরণ করিবে। আহার নিদ্রাই হউক অথবা পোষাক-পরিচ্ছদই হউক কিংবা নামায রোজাতেই হউক।

১৪। তিনি যে ভাবে নামায পাঠ করেন, সেই ভাবেই করিতে হইবে।

১৫। তাঁহার কার্য্য দৃষ্টে 'ফেকাহের' মাসআলা শিখিতে হইবে।

১৬। তাঁহার কার্যকলাপ ও গতিবিধির প্রতি এতেরাজ বা সমালোচনা করিবে না যদিও উহা অতি সামান্য হয় না কেন। ইহাতে মাহরুম ও পূর্ণ বঞ্চিত হওয়া ব্যতীত কোনই ফল লাভ হইবে না।

১৭। পীরের দোষ-ক্রটি কখনও অনুসন্ধান করিবে না। যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে বদবখ্‌ত ঐ ব্যক্তি যে অলী-আল্লাহগণের ছিদ্রান্বেষণ করে। আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

১৮। স্বীয় পীরের নিকট কখনো 'কারামত' দেখিতে চাহিবে না। যেহেতু কোন মো'মেন কোন পয়গম্বরের নিকট হইতে 'কারামত' দেখিতে চাহে নাই।

১৯। পীরের প্রতি যদি কখনো কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে অবিলম্বে তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে। তিনি সমাধান করিয়া দিবেন। যদি তাহাতে তাহার মনে তৃপ্তি না হয়, তবে নিজেরই ক্রটি জানিয়া ক্ষান্ত থাকিবে।

২০। স্বপ্নে যাহা কিছু পরিলক্ষিত হয়, তাহা পীরকে জানাইবে।

২১। স্বীয় কাশ্‌ফ বা আত্মিক বিকাশের প্রতি কখনো নির্ভর করিবে না। অন্যথায় বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

২২। পীরের আদেশ ব্যতীত তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে না।

২৩। বিনা আবশ্যকে পীরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে না।

২৪। পীরের শব্দের উপর নিজের 'শব্দ' উচ্চ করিবে না।

২৫। পীরের সহিত উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলিবে না। ইহা অত্যন্ত বেয়াদবী।

২৬। যাহার নিকট হইতে যে কোন 'ফয়েজ-বরকত' লাভ হউক না কেন, তাহা স্বীয় পীরের উপলক্ষে বলিয়া জানিবে। ইহা একটি পদস্খলনের স্থান বটে।

২৭। তরীকার অর্থই 'আদব'। কোন বে-আদব আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে না। আল্লাহ না করুন যদি কেহ 'আদব' রক্ষা করিতে না পারে, তবে সে বঞ্চিত হইবে।

২৮। পীরের কোন বস্ত্র বা অন্য কোন দ্রব্য তাঁহার তবারক হিসাবে প্রাপ্ত হইলে, তাহা অজু সহ ব্যবহার করা কর্তব্য এবং তাহা পরিধান করতঃ 'জেকের', 'মোরাকাবা' করা আবশ্যক।

২৯। পীরের খাস খাদেম হতে অন্য কেহ খেদমত নিবে না।

৩০। পীরের সাথে বেশী সময় কথা বলবেনা।

আপনারা সাত দিন এখানে বহু রিয়াযত, মোরাকাবা মোশাহাদা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এর পূর্ণ বিনিময় দান করুন। সকলকে এর ওসীলায় ওলী হিসেবে আল্লাহ কবুল করুন। আমরা বিশ্বের সকল মুর্দা ও জিন্দা মুসলমানদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন সকলকে মাফ করে দেন। আমিন।

বিঃ দ্রঃ- সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফ কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব সমূহ সকলের সংগ্রহে রাখবেন। আগামী ১৪/১৫ ফালগুন ২৬/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ইং সোনাকান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফের বার্ষিক ইছালে ছাওয়াব মাহফিল। যার যার এলাকা অঞ্চলে মাহফিলের প্রচার করবেন। সকলকে মাহফিলে আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হলো।